

Problem solve....

বাংলাদেশে বিদেশী কোম্পানির শাখা, লিয়াজেঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের অনুমতি

এবং বিদেশী নাগরিকদের কর্মসূচি প্রদানের কর্মসূচি-২০১১

<p>বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী কোম্পানিসমূহের শাখা, লিয়াজেঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেছে। উন্নত বিশ্বে উদ্ভাবিত ও প্রচলিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে বিদেশী বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদ, ব্যবস্থাপক ও দক্ষকর্মীদের বাংলাদেশের শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে নিয়োগের বিধি-বিধান প্রণয়ন আবশ্যিক। এর ফলে আশুভমন্ত্রণালয় সমন্বয়, কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব আদায়, জাতীয় নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে সমন্বয় সম্ভবপর হবে।</p>
<p>বিদেশী কোম্পানিসমূহের বাংলাদেশে শাখা, লিয়াজেঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের অনুমতি প্রদান এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানসহ সরকারী ও বেসরকারি শিল্প, বাণিজ্যিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত বিদেশী নাগরিকদের কর্মসূচি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদির দায়িত্ব বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান/নির্বাহী সদস্য-এর সভাপতিত্বে গঠিত একটি আশুভমন্ত্রণালয় কমিটির উপর অর্পণ করা হয়েছে (সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং ৫৩.৪২.০১.০০.০০.৩১ ২০০৩-০৯৫ তাং ২৭.১০.২০০৩ খ্রি:)। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রজ্ঞাপনটির সংশোধনী সানুখ হ অনুমোদন করেছেন। সংশোধিত গেজেট অনুযায়ী বিনিয়োগ বোর্ড কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় আদেশ নির্দেশ বিনিয়োগ বোর্ড হতে জারী করা হবে এবং বিনিয়োগ বোর্ডের সিদ্ধান্ত সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে পরিগণিত হবে। কমিটির উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে নিয়োজিত কর্মসূচি প্রণীত হ'ল।</p>
<p>এই কর্মসূচি নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে:</p> <p>(ক) বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহের বাংলাদেশে শাখা, লিয়াজেঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের অনুমতি প্রদান;</p> <p>(খ) বাংলাদেশে স্থাপিত বিদেশী কোম্পানীর শাখা, লিয়াজেঁ ও প্রতিনিধি অফিস এবং বাংলাদেশের বেসরকারি শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া সংগঠন, সরকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কর্তৃক নিয়োগকৃত বিদেশী নাগরিকদের কর্মসূচি প্রদান।</p>
<p>১। বিদেশী কোম্পানীর বাংলাদেশে শাখা, লিয়াজেঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের সাধারণ নির্দেশিকা:</p> <p>(ক) শাখা, লিয়াজেঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক আনুষ্ঠানিক কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র বিনিয়োগ বোর্ডে দাখিল করতে হবে (Annexure-A);</p> <p>(খ) বিদেশী কোম্পানীর লিয়াজেঁ ও প্রতিনিধি অফিসসমূহ পত্র যোগাযোগ, ব্যক্তিগত ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিদেশস্থ তাদের প্রধান কার্যালয় ও স্থানীয় এজেন্ট, সরবরাহকারী/রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক বিষয়ে সমন্বয়/লিয়াজেঁ রক্ষা করতে পারবে। এ সকল প্রতিষ্ঠান তাদের অনুমোদিত ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষণ ও পরিবেশন করতে পারবে। এ ধরনের বিদেশী অফিসের স্থানীয় উৎস হতে কোন প্রকার আয় থাকবে না। সংশ্লিষ্ট লিয়াজেঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপন, পরিচালন ব্যয়, স্থানীয়/বিদেশী জনবলের বেতন-ভাতাদিসহ অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয় বিদেশস্থ মূল অফিস হতে আনয়ন করে নির্বাহ করতে হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠান বিদেশ হতে আনীত বৈদেশিক মুদ্রার অব্যয়ীত অংশ ব্যতীত কোন প্রকার বহিঃস্থ প্রত্যাবাসন করতে পারবে না;</p> <p>(গ) বিদেশী কোম্পানির শাখা অফিসসমূহকে অনুমতি পত্রে উল্লিখিত ব্যবসায়িক/বাণিজ্যিক ক্ষেত্রসমূহে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এ ধরনের বিদেশী অফিসের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যবসায়িক/বাণিজ্যিক ক্ষেত্র হতে আয় থাকতে পারে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭ এর ১৮-(বি) ধারার বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে যথাযথ যৌক্তিকতাসহ আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির অনুমোদনপূর্বক বহিঃস্থ প্রত্যাবাসন করতে পারবে;</p> <p>(ঘ) শাখা, লিয়াজেঁ ও প্রতিনিধি অফিসসমূহের কার্যক্রম তাদের অনুমতিপত্রে বর্ণিত সময়ের জন্য নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহে সীমাবদ্ধ থাকবে। অনুমতিপ্রাপ্ত সময়কালের পরেও কার্যক্রম বহাল রাখতে</p>